দৈনিক সংবাদ

তারিখ
পৃষ্ঠা ৭ [illegible] ৬

AUG 16 2002

আলমডাঙ্গা ডিগ্রি কলেজ

নিয়োগ পরীক্ষায় প্রথম হয়েও চাকরি পাচ্ছে না ফারহানা পারভীন

চুয়াডাঙ্গা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার কন্যা মেধাবী ছাত্রী সৈয়দা ফারহানা পারভীন আলমডাঙ্গা ডিগ্রি কলেজে ইসলামের ইতিহাস পদে পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করার পরও কর্তৃপক্ষ নিয়োগ না দিয়ে নানা টালবাহানা শুরু করেছেন।

ঢাকার একটি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দেখে সৈয়দা ফারহানা পারভীন আলমডাঙ্গা ডিগ্রি কলেজে ইসলামের ইতিহাস পদে ২০০০ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর আবেদন করেন। দীর্ঘ ১ বছর ২ মাস পর ২০০১ সালের ১০ই নভেম্বর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। ১৭ জন প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। পরীক্ষাশেষে তাকে ১ম. স্থান অধিকারী হিসেবে ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

নিয়োগ কমিটি ওই তারিখেই নিয়োগপত্র দেয়ার জন্য সুপারিশ করলেও কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্য মীর মহিউদ্দিন মৌখিকভাবে নিয়োগপত্র প্রদানে বাধা দেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। এরপর নানা অজুহাত দেখিয়ে অদ্যাবধি ওই পদে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। উপায়ন্তর না দেখে সৈয়দা ফারহানা পারভীন গত ৮-১-২০০২-এ শিক্ষামন্ত্রী বরাবর নিয়োগ পাওয়ার বিষয়টি নিষ্পত্তির আবেদন করলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কলেজের সভাপতি বরাবর বিষয়টি অবগত করানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। সেখানেও কোন সুফল না পেয়ে নিয়োগ পাওয়ার আবেদন জানিয়ে সহকারি জজ আদালতে কলেজ পরিচালনা পরিষদ ও নিয়োগ কমিটির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

সৈয়দা ফারহানা পারভীন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপকের কন্যা ও মেধাবী ছাত্রী। অস্বচ্ছলতার সংসারে তার চাকরি একান্ত প্রয়োজন হলেও কূটকৌশলে তা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।